যোগাযোগ পুনঃস্থাপন

বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের মাঝে

আইসিআরসি বাংলাদেশ ডেলিগেশন

RESTORING FAMILY LINKS

ICRC

সংক্ষেপে

কী পরিস্থিতিতে আমরা কাজ করি

সশস্ত্র সংঘাত, অন্যান্য সহিংস পরিস্থিতি এবং দূর্যোগের প্রভাব শারীরিক ক্ষতির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশৃঙ্খলা, আতঙ্ক এবং ত্রাসে'র মাঝে পরিবারের সদস্যরা মিনিটেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সন্তান, স্বামী/স্ত্রী, অথবা পিতা/মাতা'র ভাগ্য না জানতে পেরে, বছরের পর বছর যন্ত্রনা এবং অনিশ্চয়তায় কাতর হতে হয় অনেককে। কখনওবা অভিবাসনের ফলে পরিবারের সদস্যরা বিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগহীন হয়ে যায়।

বিশ্বজুড়ে অনুসন্ধানের একটি নেটওয়ার্ক

পৃথিবীব্যাপি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে, যাতে অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) এবং ১৮৮টি জাতীয় সংস্থা। এই পারিবারিক যোগাযোগ স্থাপনের নেটওয়ার্কটি বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন ও রক্ষা এবং নিখোঁজ ব্যাক্তিদের অবস্থা শনাক্ত করতে কাজ করে। পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে নিখোঁজ ব্যাক্তিদের আত্মীয়েরা তাদের স্বজনদের অনুসন্ধান করবার অনুরোধ জানাতে পারেন।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) এদেশে আইসিআরসি'র প্রধান সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে ।

যে সকল প্রয়োজনে আমরা সহায়তা প্রদান করি

- ফোন, ইন্টারনেট অথবা লিখিত বার্তার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন
- পরিবারের সাথে পুনর্মিলিত হওয়া
- নিখোঁজ আত্মীয়ের ভাগ্যে কি ঘটেছে, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া
- প্রিয়জনদের অন্তর্ধান পরবর্তী পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে সমর্থন ও সহায়তা পাওয়া

১৯৭১ সনের যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আইসিআরসি এবং সংস্থাটির রেড ক্রস রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের সহযোগীরা ৭,০০,০০০ বাস্তুচ্যুত নাগরিককে নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদান করে, এবং ১,১৮,০৭০ বাঙালীকে পাকিস্তান হতে নিজ দেশে ফিরে আসতে সাহায্য করে। আইসিআরসি'র অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে সে সময় ২৮ লাখ রেড ক্রস বার্তা বিতরণ করা হয়েছিল।

অনুসন্ধানের পদ্ধতি

- ফোন, ফ্যামিলি লিঙ্ক ওয়েবসাইট (www.familylinks.icrc.org), বেতার সম্প্রচার এবং লিখিত বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন।
- শিশু ও বন্দীদের মত অরক্ষিত ব্যক্তিসহ অন্যান্য নিখোঁজ ব্যাক্তিদের অনুসন্ধান করা, যাতে তাদের সহায়তা প্রদান করা যায় এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের জানান যায়।
- অরক্ষিত ব্যক্তিদের নিবন্ধন ও তাদের গতিবিধির বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা, যাতে তাদের অন্তর্ধান প্রতিরোধ করা যায় এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে পরিবারের সদস্যরা অবগত থাকে।
- পারিবারিক পুনর্মিলন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যাবাসন।
- নিখোঁজ হিসেবে চিহ্নিত ব্যাক্তিদের ভাগ্যে কি ঘটেছে, তা জানার জন্য পরিবার ও যুদ্ধরত দলগুলোর মধ্যে নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন।
- মৃত ব্যাক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও প্রেরণ।
- নিখোঁজ ব্যাক্তিদের পরিবারসমূহের প্রয়োজন যাতে পর্যাপ্তরূপে পূরণ হয় তা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে সাফল্য

পারিবারিক পুনর্মিলন

এ্যালিসিয়া'র* যখন ১০দিন বয়স, তার মা তাকে একটি দত্তকগ্রহণ কেন্দ্রে হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে একটি ব্রিটিশ পরিবার শিশুটিকে তাদের সন্তানরূপে লালন পালন করে। প্রাপ্তবয়স্ক হলে এ্যালিসিয়া তার জন্মদাতা পিতা, যিনি কিনা একজন বাংলাদেশী, তার খোঁজ করা শুরু করে। ঢাকাস্থ আইসিআরসি এ্যালিসিয়া'র অনুরোধে অনুসন্ধান চালিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ বাবা এবং মেয়ে ৩৬ বছর পর মিলিত হতে সক্ষম হয়।

রেড ক্রস বার্তা

৮ বছরের সুমন কখনও তার বাবাকে দেখেনি, যিনি ছেলের জন্মের পূর্বে কাজের খোঁজে বিদেশে পাড়ি জমান এবং ঘটনাক্রমে ভারতের একটি জেলখানায় আটক হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিনযাপন করতে থাকেন। ঢাকাস্থ আইসিআরসি তার অবস্থান জানতে পেরে, সুমনকে তার বাবার কাছে একটি রেড ক্রস বার্তা লেখার প্রস্তাব দেয়। ছোট্ট সুমনের জন্য এ সুযোগ ছিল যেন চাঁদ হাতে পাওয়া। তার পরিবারটির জন্য রেড ক্রস বার্তা আশা এবং সংযোগ স্থাপনের দুয়ার উন্মোচন করে দেয়।

প্রবাসী কর্মীদের সহায়তা ও প্রত্যাবাসন

লিবিয়াতে সংঘাত শুরু হওয়ার পর যে ৩৬,০০০ বাংলাদেশী স্বদেশে ফিরে আসেন, আইসিআরসি এবং বিডিআরসিএস তাদের অনেককে সহায়তা প্রদান করেছে। ফেব্রুয়ারী থেকে আগস্ট ২০১১-এর মাঝে ফেরা অভিবাসী কর্মীগণ তাদের পরিবারের কাছে ১৩,০০০ টেলিফোন করেন। এছাড়াও ১,৬০০ অভিবাসী কর্মীকে বিমানবন্দরে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।

ট্রাভেল ডকুমেন্ট (ভ্রমণের অনুমতিপত্র)

সাগর আহমেদ লিবিয়ায় যান ২০০৯ সনে। সেখানে নয় মাস তাকে অবৈতনিক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। জনৈক দালাল সাগরকে মিসরে পাঠানোর নাম করে প্রতারনার ফাঁদে ফেলে, যার পরিনতিতে সাগর নিজেকে আবিস্কার করেন ইসরায়েল সীমান্তে। সেখান থেকে সাগরকে গ্রেপ্তার করে ইসরায়েল কতৃপক্ষ বন্দীশালায় পাঠিয়ে দেয়। আইসিআরসি-ইসরায়েল বন্দীশালা পরিদর্শন করতে গেলে সাগরের খোঁজ পায়। যেহেতু বাংলাদেশ ও ইসরায়েলের মাঝে কোন কুটনৈতিক সম্পর্ক নেই, আইসিআরসি নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় দুই রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করে, সাগরকে একটি ট্রাভেল ডকুমেন্ট (ভ্রমণের অনুমতিপত্র) প্রদান করে। ফলস্বরূপ সাগর দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

* ব্যক্তির গোপনীয়তার স্বার্থে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে

সাড়া প্রদান

প্রতি বছর ৬৫-টি দেশে, আইসিআরসি ঃ

- লক্ষাধিক রেড ক্রস বার্তা প্রেরণ করে;
- সহস্রাধিক বন্দীদের অবস্থান নিরূপণ করে এবং প্রয়োজনে, পরিবারের সাথে তাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করে;
- নিখোঁজ ব্যাক্তিদের পরিবারের পক্ষ হতে আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয়;
- সহস্রাধিক পরিবারকে তাদের স্বজনদের ভাগ্যে কি ঘটেছে, সে বিষয়ে অবগত করে;
- শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর রেখে, হাজার পরিবারকে পুনর্মিলিত করে;
- সহস্রাধিক আইসিআরসি'র ট্রাভেল ডকুমেন্ট (ভ্রমণের অনুমতিপত্র) প্রদান করে যাতে করে পরিচয়পত্রবিহীন ব্যাক্তিরা নিজ দেশে ফিরতে সক্ষম হন।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি
বাড়ি#৭২, রোড#১৮, ব্লক#জে
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
টেলিফোন + ৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬১, ৮৮৩৫৫১৫
ফ্যাক্স + ৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬২
ই-মেইল dhaka@icrc.org
www.icrc.org
© আইসিআরসি, মে ২০১২

০০৪৯/০০২ ০৫.২০১২ ২০০০

প্রচ্ছদের ছবি ঃ শিরিন সুলতানা/ আইসিআরসি